বার-দুই চাহিয়া মৈত্রের পানে,
ছোরা-পানে চাহি'-দেখে একবার তদ্‌গদ-প্রাণে।
ইতস্তত' করি'
বিচরি'-বিচরি'
এক লাফে গিয়া-পড়ে অরি-সন্নিধানে ॥ ১০০ ॥

পাশ-অস্ত্র হস্তে করি' মৈত্র-বীর,
দৃঢ় বক্ষে ঋজু-কায়ে গিরি-সম রহিলেন স্থির।
সেই তা'র বক্ষ
করি' ঘোর লক্ষ,
করিল হিঙিসা-রিপু রুধিরে-রুধির ॥ ১০১ ॥

রোষে জ্বলি' উঠি', দৃঢ় করি' মুঠি,
হস্তে ধরি' খর-ছুরি, নেত্রে ধরি' দারুণ ভ্রুকুটি,
রুখিয়া-পড়িয়া,
বিঁধিয়া ছড়িয়া,
হানিতে লাগিল ছুরি না করিয়া ত্রুটি ॥ ১০২ ॥

মৈত্র সে অমর-জাতি, দৈব-বলে
হলাহলে অমৃত করিয়া-লয় দিব্য কুতুহলে।
ক্ষত সব তায়,
জোড়া লাগি' যায়,
হিংসা পলাইয়া-যায় সৈন্য-কোলাহলে ॥ ১০৩ ॥

মৈত্র দেব ছাড়িল বন্ধন-পাশ ;
অমনি হিংসার গলে তিন-ফের পড়ি গেল ফাঁস।
মুখ বিকটিয়া,
আঁখি উলটিয়া,
জিউভা বাহির-করি' চলি'-গেল শ্বাস ॥ ১০৪ ॥

হইল, কৌশলে আর অত্যাচারে,
মুখামুখি ! বলে দৈত্য "আজি তোরে পাইয়াছি কারে!
দিব প্রতিফল,
পি'র তবে জল !
তুই মাথা নোয়াইলি আনন্দের দ্বারে ! ১০৫ ॥

আনন্দের প্রসাদ এত কি মিষ্ট,—
মানুষ হইলি তুই মোর খেয়্যে, অধম পাপিষ্ঠ,
তাহা ভুলি' যা'স্ !
চরণের দাস
ছিলি—তা' গেছিস্ ভুলি'—খে'তিস্ উচ্ছিষ্ট !" ১০৬ ॥

কৌশল বলিল তবে "তোর চেয়ে
আছে কি রে পাপিষ্ঠ ! ভিতরে তোর দ্যাখ্ দেখি চেয়ে—
জন্তু কি নহিস্ ?
তবুও কহিস্
মানুষ হয়্যেছি আমি তোর অন্ন খেয়্যে ! ১০৭ ॥

হিংস্র জন্তু যে-জন তাহার খেয়ে
মানুষ! কি মতিভ্রম! হয়েছিনু বন্য-পশু চেয়ে
অধম পরাণী!
মানুষ ইদানী
হইয়াছি আনন্দের পদ-চ্ছায়া পেয়ে॥ ১০৮॥

দিবা-রাত্রি কর্ণে শুনি' হাহাকার,
অন্ন বিষাইত মুখে, শয্যা হ'ত তপত অঙ্গার!
অন্য গতি-হীন
আছিনু য'দিন,
সয়েছিনু ত'দিন! সে দিন নাই আর!" ॥ ১০৯॥

অত্যাচার বলিল "তোমার দিন
ফুরাইয়া-আসিয়াছে! আর কেন বাড়াইছ ঋণ!"
বলি' অত্যাচার,
খুলি' তলবার,
"তবে রে পাষণ্ড" বলি' কোপ দিল তিন॥ ১১০॥

অত্যাচার যেমন চতুর্থ-বার
ওঁচাইল কৃপাণ, কৌশল-বীর ভাব দেখি' তা'র
ঝটিতি সরিয়া,
ঝনাৎ করিয়া
দু-টুকুরা করি'-ফেলে দৈত্য-তলবার॥ ১১১॥

পাছু হটি' অত্যাচার দ্রুতগতি,
কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া মহা এক ভীষণ শকতি,
শোঁ শব্দ করিয়া
বায়ু বিদারিয়া
ছাড়িল সটান বেগে কৌশলের প্রতি॥ ১১২॥

উরগ-শ্বসিত জিনি শব্দ করি',
শকতি সে আসিছে প্রবল-বেগে কাঁপি' থরহরি,
ইহা দেখি বীর
করি মনঃস্থির
লুফিয়া ধরিল তা'রে দর্প তা'র হরি'॥ ১১৩॥

ক্রুদ্ধ ফণী মন্ত্রে যেন রুদ্ধ-গতি,
কৌশল-মুষ্টিতে পড়ি' শকতির ঘুচিল শকতি।
শক্তি সে রিপুর
হাতাইয়া, শূর
তাহাই ছাড়িল বেগে রিপু-দেহ প্রতি॥ ১১৪॥

প্রভু ইনি হ'ন, নাহিক স্মরণ,—
বক্ষ বিদারিল শক্তি না মানিয়া বর্ম্মের বারণ।
করি' ঘোর রব
পড়িল দানব;
আপন শক্তির ফেরে লভিল মরণ॥ ১১৫॥

বীর বলে "কোথা তুই ভয়ানক!
কোথা তুই পামর! কবিরে তুই করিস্ আটক?
কোথা তুই! অরে!
তোর মুণ্ড-তরে
কৃপাণের জিউভা করিছে লক্ লক্॥" ১১৬॥

ভয়ানক, শুনিয়া আহ্বান-ধ্বনি
আরক্ত-নয়নে দাঁড়াইল, যেন উদ্যত অশনি।
বলে বীরোত্তমে
"কালান্তক যমে
ডাকিতেছ কে তুমি? আমায় কি চেন'নি?" ১১৭॥

দৈত্য আমি কেমন, দেখা'ব তবে!"
বলি' রাঙাইল আঁখি, গরজিয়া হুহুঙ্কার-রবে!
মারে যদি লাথি,
শুয়ে পড়ে হাতি,
দাঁড়াইল রোষে মাতি' এমনি গরবে॥ ১১৮॥

বীর বলে "ত্বরায় চলিয়া আয়!
অধীর হয়েছে মোর কৃপাণ রুধির-পিপাসায়!
র'বে তোর মাথা
বঁড়সায় গাঁথা,
দেখিবে আবাল-বৃদ্ধ! দেখি কে বাঁচায়!" ১১৯॥

এত বলি' আক্রমিয়া ভয়ানকে,
শত শত কোপ মারে এক এক আঁখির পলকে।
শ্বসিতে শ্বসিতে
অসিতে অসিতে
বাধায় তুমুল দ্বন্দ্ব, অনল ঝলকে॥ ১২০॥

বীররস দেখিয়া-দেখিয়া বাগ,
মারিছে এমনি কোপ—হস্তিকে যেমন বন্য বাঘ
প্রচণ্ড থাবায়
ভুদণ্ড ভাবায়
শুণ্ড মুণ্ড গণ্ড আদি করি' ভাগ ভাগ॥ ১২১॥

ভেবরিয়া গেল যেই ভয়ানক,
আর তা'রে ফেলিতে দিল না বীর একটি পলক,
মারি' এক কোপ
বাহু করে লোপ,
তেমনি আরেক কোপে খসায় মস্তক॥ ১২২॥

"সাধু-সাধু" রব উঠে নভোময়;
পুষ্প-রাশি পড়িল; মেদিনী জুড়ি' উঠে জয়-জয়।
বাজিল দুন্দুভি,
সিন্ধু যেন ক্ষুভি'
বেলা-সনে খেলা-করি' ধীরে গরজয়॥ ১২৩॥

সপ্তম সর্গ।

শান্তি-প্রয়াণ।

কামানের বন্দুকের ধূম-চয়
ক্রমে সরি'-পড়িল ; অমনি সেই রণ-ভূমি-ময়
ক্ষত আর মৃত
হইল বিস্তৃত,
দেখিয়া কবির হ'ল করুণা-উদয় ॥ ১ ॥

অস্ত্র-হাতে শত-শত মহা-বীর
নিদ্রা-যায় রণ-ভূমে, সর্ব্ব দেহ রুধিরে-রুধির।
বক্ষ বিদারিত,
অন্ত্র অনাবৃত,
জড়-পিণ্ড হয়ে-রহে ধড় বাহু-শির ॥ ২ ॥

কত পড়ি' রকতা-রকতি হয় ;
ঘেঁচড়িয়া টানিয়া-টানিয়া দেহ, পি'তে চায় পয়।
যন্ত্রণার পাকে
শমনেরে ডাকে
"শীঘ্র লও, শীঘ্র লও, আর নাহি সয়!" ॥ ৩ ॥

দেখি' শুনি' এ হেন দারুণ-দৃশ্য,
ভাবে কবি "এই ঘোর দুঃস্বপন—এর নাম বিশ্ব!
আইস' আইস'
বৈরাগ্য! আশিষ'
ছাড়ি' ভব-দাসত্ব তোমার হই শিষ্য!" ৪॥

এত বলি' শান্ত-সমাহিত চিতে
চাহি' করুণার পানে সকাতরে লাগিল ডাকিতে,
"স্বর্গ হ'তে উলি'
লও মোরে তুলি'
পারি না পারি না আর এ-সব দেখিতে॥ ৫॥

অন্ধকারে হইয়া অনন্য-গতি
নয়ন-চকোর যাচে পদ-নখ-চাঁদের পঁকতি।
এ কি ভয়ানক!
আপাদ-মস্তক
ঘুরিছে, দাঁড়াই স্থির নাহি সে শকতি!" ৬॥

ভকতের ক্রন্দনে বন্ধনে পড়ি',
স্বর্গ হ'তে নামি'-আইলেন দেবী মেঘ-যানে চড়ি'।
সঙ্গে এক জন
দিব্য-দরশন
আইল মহাপুরুষ, হস্তে হেম-ছড়ি॥ ৭॥

রহি' মেঘ-রথে, প্রণত ভকতে
বলে দেবী "সুসঙ্গ ইনি তোমায় তপো-পরবতে
পথ দেখাইয়া
যা'বেন লইয়া ;"
এত বলি' চলি'-যা'ন দেবযান-পথে ॥ ৮ ॥

সুসঙ্গ, কনক-দণ্ড যা'র হাতে,
কবিবরে সম্ভাষিয়া বলিল "আইস মোর সাথে।"
পূরা যবে রাত্রি
দুই জন যাত্রী
তপোগিরি নিরখিল উন্নয়ন-পাতে ॥ ৯ ॥

সুসঙ্গ কহিল "এই তপোচল !
দুরধর্ষ, কোথাও গৃহ-বাসীর নাহি চলাচল !
দেখ্যেছ—অরণ্য
কি ঘোর বিষণ্ন !
অশিব ডাকিছে শিবা, শুন' কোলাহল ॥ ১০ ॥

মধ্যাহ্ন-দিবসে, আঁধার নিবসে !
তিলার্দ্ধ নড়ে না রাতি, অরণ্যের প্রশ্রয় সাহসে।
সঙ্কট বড়ই !
গর্জ্জে শুন' অই—
গুহার ভাঙিছে ঘুম উহার তাড়সে ॥ ১১ ॥

কতদূর তোমার এখানে থাকা
সঙ্গত, এখনো বুঝ' ! পথ-ঘাট বনে সব ঢাকা !"
বলে কবি "হেন
বাক্য মোরে কেন ?
বরিষা-নদীরে কেন আটকিয়া-রাখা !" ॥ ১২ ॥

এত বলি' সাহসে করিয়া ভর,
চলিল ঔদ্ধত্য-পথে ; আঁধার বাড়িল পর-পর।
তমো-পরাক্রমে
পড়ি' পথ-ভ্রমে,
নত-শিরে ধীরে-ধীরে ফিরে কবিবর ॥ ১৩ ॥

বলে কবি "মানিলাম পরাভব !
দিকের ঠিকানা নাই কোন ঠাঁই, অন্ধকার সব !
না চড়িয়া গিরি
কেমনে বা ফিরি,
মূলেই যে পথ নাই ইহা অসম্ভব।" ১৪ ॥

সাধু বলে "সাধু সাধু ! বিধি বাম
নহেন তোমার প্রতি ! সফল হইবে মনস্কাম
এইরূপ যদি
মনোবাঞ্ছা-নদী
শান্তিসিন্ধু-পানে ধায়, না জানি' বিরাম ॥ ১৫ ॥

অই দেখ ব্যাপি'-আছে বিঘ্ন-বন !
নিবসে হোতায় হিংস্র, জঘন্য, কুৎসিত, কুলক্ষণ,
পশু যত বন্য ;
তাহারেই ধন্য—
উহা যে লঙ্ঘিতে-পারে প্রাণ করি' পণ ॥ ১৬ ॥

দুই পথ ; একটির নাম শ্রেয়—
দু-ধার অরণ্যে ঘেরা ; ধর্ম্ম-বীর দুজন অজেয়,
শম আর দম,
ঘোর পরাক্রম,
দেখাইয়া দেয় তাহা ; অন্য পথ প্রেয় ॥ ১৭ ॥

মিথ্যারে যে-জন জানে—এই সত্য,
প্রেয়ঃপথে চলে সে শান্তির আশে, হয়ে উনমত্ত।
একে লোকাকীর্ণ,
তাহে সুবিস্তীর্ণ,
অজ্ঞ-লোক নাহি জানে ফণীর সে গর্ত্ত ॥ ১৮ ॥

চলে মূঢ় প্রথমে উল্লাস-ভরে ;
পরে যবে ভীষণ বন-গহন পথ-রোধ করে ;
তমে লাগি' ধাঁদা
হয় যবে আঁধা,
মহিষ গুঁতায় কভু, ব্যাঘ্র কভু ধরে ॥ ১৯ ॥

শম-দম-তাপসের তপোবনে
আইস তোমায় আমি লয়ে-যাই, অতি সংগোপনে
হইবে যাইতে ;
আইসে খাইতে
হিংস্র পশু অনেক দেখিলে যাত্রী-জনে ॥ ২০ ॥

পবিত্র সে তপস্বীর আবসথ
শ্রেয়ঃ পথের দ্বার ! এই যে দেখিছ নামো-পথ
এই পথ-দিয়া
ক্রমে চলি'-গিয়া,
সেই পথে উঠি' হও সিদ্ধ-মনোরথ ॥ ২১ ॥

নিম্ন পথ দেখিয়া নূতন ব্রতী
মনে করে 'এ পথে চলিলে হয় রসাতলে গতি ;'
কিন্তু তাহা ভুল !
নিম্নে এ'র মূল,
গতি উচ্চ-দিকে, নাম ইহার প্রণতি ॥ ২২ ॥

অই সে ঔদ্ধত্য-পথ, মহা-উচ্চ,
এই মাত্র যাহা আরোহিলে তুমি, ধরা করি' তুচ্ছ।
উহার শিখর
লভে যেই নর
রসাতল দেখিয়া অমনি যায় মূর্চ্ছ ॥ ২৩ ॥

তেঁই বলি তোমায় প্রণতি-পথ
ধরি' চল' ! এই সে বিজন পথ ! লঙ্ঘে পরবত
পঙ্গু, হেতা পশি' !
ভীরু ধরে অসি !
হেঁট হয়ে চল' সিদ্ধ হ'বে মনোরথ ॥" ২৪ ॥

এত বলি' লয়ে চলে শ্রেয়ঃকামে
নম্র পথে ; দুয়ার এমনি ক্ষুদ্র, ডাহিনে ও বামে
এমনি প্রাচীর,
এমনি গভীর,—
উপরে গরজে ব্যাঘ্র, সাধ্য নাই নামে ॥ ২৫ ॥

এইরূপে কিছু কাল দুইজন
চলিল প্রণতি-পথে ; ঋক্ষ-বৃক-শার্দ্দূল-গর্জ্জন
যাইতেছে শুনা ;
ভয় একগুণা
শত-গুণা হয়ে ভায়—এমনি নির্জ্জন ॥ ২৬ ॥

অতঃপর শান্ত তপোবন-ভূমে
পদার্পিল যাত্রী-দোঁহে ; মৃগ-পক্ষী মগ্ন সবে ঘুমে
রজনীর ছায়ে ;
মন্দ মন্দ বায়ে
হেলিতেছে পাদপ, বিবর্ন হোম-ধূমে ॥ ২৭ ॥

সম্মুখে চাহিতেই দেখিল দোঁহে
যোগাসনে বসি'-আছে দু-জন ; ভ্রম-প্রমাদ মোহে
করি' খান্ খান্,
জ্ঞান-ভানুমান্
বদন উজ্জ্বল করি', অপ্রতিম শোহে॥ ২৮ ॥

তপত-কাঞ্চন-তনু, তেজোময়,
মনে হয় সহসা ভূতলে যেন তপন-উদয়।
ধ্যানে দিয়া ক্ষান্ত,
পবিত্র প্রশান্ত
নয়ন মেলিল তবে তপোধন-দ্বয়॥ ২৯ ॥

ঈষৎ হাসিয়া দুই তপোনিধি
প্রণত অতিথি-দোঁহে স্বাগত-সম্ভাষে যথাবিধি
করিল পূজন ;
পরে সে দু-জন
বসাইল যাত্রী-দোঁহে আপন সন্নিধি॥ ৩০ ॥

সাধু-বাদ করিয়া কহিল দম
"এস্যেছ যখন এত কষ্ট লয়্যে, বন অতিক্রম
অবশ্য করিবে ;
কিন্তু বন্য জীবে
পথ-ঘাট হয়্যে-আছে দারুণ দুর্গম॥ ৩১ ॥

সুসঙ্গে পেয়েছ সঙ্গী ভাগ্য-বশে,—
নহিলে এ শ্রেয়ঃপথে সাধ্য নাই অন্য কেহ পশে ;
দেখি' বিঘ্নারণ্য
হারায় চৈতন্য ;
অবিনীত নর হেতা কভু না সাহসে ॥ ৩২ ॥

দুঃসাহস করে যদি লঘুচেতা ;
মরীচিকা নামে এক রাক্ষসী হইয়া তা'র নেতা,
ফেলি'-দেয় ক্রমে
ঘোর পথ-ভ্রমে ;
এ জনমে আর সে আসিতে নারে হেতা ॥ ৩৩ ॥

মনুষ্য আছিল যা'রা এক-কালে,
বন্য পশু হইয়াছে মরীচীর ঘোর ইন্দ্রজালে।
পশু হ'লে কাজে,
পশু-দেহ সাজে !
মনুষ্য তা'রেই বলি, ধরম যে পালে ॥ ৩৪ ॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চাও যদি,
শ্রেয়ঃপথে চলিতে আরম্ভ কর' আজিকে অবধি।
এসেছ হেতায়
যখন, বৃথায়
বহিয়া না যায় যেন জীবনের নদী ॥ ৩৫ ॥

বিয়ে ভয় পেয়ো না, ভুল্যো না ব্রত
লোভের কুহকে, শ্রেয়ঃপথে চল’ মনুষ্যের মত।
বীর যে পুরুষ,
সত্য যে মানুষ,
ভয়-লোভে করে না সে মাথা অবনত ॥ ৩৬ ॥

বর্ম্ম এই দিলাম তোমায় আমি,
ধৈরজ ইহার নাম ; হও যদি শ্রেয়ঃপথ-কামী,
পর’ ইহা অঙ্গে,
চল’ সাধু-সঙ্গে,
প্রসাদ বিতরিবেন চরাচর-স্বামী ॥” ৩৭ ॥

বলি’, ধৈর্য্য-কবচ দিলেন, দম ;
অঙ্গে কবি পরিল প্রণাম করি’ ; তা’র পরে শম
দিলেন পরশু ;
বলিলেন, “পশু
যত আছে যেখানে, তা’দের ইহা যম ॥ ৩৮ ॥

ইহা জ্ঞান-পরশু, অনল-নিভ ;
ইহারে সহায় করি’, জন্ম-জন্ম ধর্ম্ম-পথে জীব’ !
দেখিলেই পশু
ছোঁয়া’বে পরশু,
তিন বার উচ্চারিয়া শিব শিব শিব ॥ ৩৯ ॥

বৃথা কালাত্যয়, আর ভাল নয়!
উঠ' জাগ', হও সচেতন-যুবা, রিপু কর' জয়!
মৃত্যু-মুখ তর,
শ্রেয়ঃপথ ধর—
তীক্ষ্ণ-ক্ষুর-ধার-সম পণ্ডিতেরা কয়॥" ৪০॥

কবিবর, তুলি' নব-অনুরাগে
পূজিয়া মুনি-দোঁহার পদ-যুগ, আশীর্ব্বাদ মাগে,
"কর' আশীর্ব্বাদ
ভ্রম-পরমাদ
ছুটি' যায়; মন ধায় ধর্ম্মপথ-বাগে॥" ৪১॥

"তথাস্তু" বলিল দুই মুনিবর;
সুসঙ্গের পশ্চাতে চলিল কবি, সাধন-তৎপর।
বলিল সুসঙ্গ
"আগে বন লঙ্ঘ',
তপোগিরি-শিখর আরোহ' তার পর॥" ৪২॥

এত বলি' পথ দেখাইয়া চলে;
দুই পদ না যাইতে মরীচী রাক্ষসী মায়া-বলে,
চারু-চন্দ্রাননা
যেন সুরাঙ্গনা,
এমনি ধরিয়া রূপ, কাঁদি' কাঁদি' বলে॥ ৪৩॥

"কোথা গেলে প্রাণ-নাথ, দেও দেখা!
চারিদিকে বিজন গহন বন, নারী আমি একা!
দারুণ বিরহে
প্রাণ মোর দহে!
হায়! পোড়া-কপালে কি এই ছিল লেখা!" ৪৪ ॥

হেরি' বলে কবি "এ নহে মানবী!
দেব-কন্যা—নাহি ভুল! এমন সুন্দর মুখচ্ছবি
কভু কোন ঠাঁই
চক্ষে দেখি নাই!
রূপে আলো-করিয়াছে আঁধার-অটবী ॥ ৪৫ ॥

এলো-থেলো বেশ, এলো-থেলো কেশ!
এঁর যে এ দশা করে, সে মানুষ পাষাণ-বিশেষ
নাহিক সন্দেহ!
পারে কভু কেহ
দেখিতে, ধৈরজ ধরি', অবলার ক্লেশ!" ৪৬ ॥

হেন কালে দিব্য এক ছাগ-পশু
কাছে এল; সুসঙ্গ অমনি বলে "পরশু পরশু!
পাইয়াছ বাগ,
বধ' এই ছাগ!"
পরশু-পরশে পশু তেয়াগিল অসু ॥ ৪৭ ॥

চমকিয়া সম্মুখে দেখিল কবি,
যুবা এক পুরুষ হইল খাড়া, কনদর্প-ছবি।
প্রণমি কবিরে,
পদ-ধূলি শিরে
লইয়া বলিল "মোরে ত্বরাও অটবী॥" ৪৮॥

কবি বলে "বিশ্ব যাঁর আজ্ঞাকারী
ডাক' সেই দয়াময়ে, বিপদের তিনিই কাণ্ডারী—
মোর কি ক্ষমতা!
তোমার বারতা
শুনিতে বাসনা মোর, কহ' গো বিস্তারি॥" ৪৯॥

বলে যুবা "অই সে সর্ব্বনাশিনী!
দেখিতেছ এখন সাক্ষাৎ যেন ত্রিদিব-বাসিনী—
যে বিষম ঘোরে
ফেলেছিল মোরে—
পিশাচী কোথাও নাই এমন নির্ঘৃণী! ৫০॥

সকল বৃত্তান্ত কাজ নাই শুনি,
শুন' মুখ্য বারতা; অমন এক সুন্দরী তরুণী
পথে যদি কাঁদে,
কে না পড়ে ফাঁদে?
কে হেন কঠোর-ব্রত উগ্র-তপা মুনি? ৫১॥

উদ্ধারিতে-গেলাম উহারে আমি,
ও বলিল 'ত্রিকুলে আমার কেহ নাই! ছিল স্বামী,
সে আমায় ত্যজি'
পর-প্রেমে মজি'
রয়েছে! তোমার আমি হ'ব অনুগামী।' ৫২॥

ভুলাইয়া আমায় সে মায়াবিনী
লয়্যে-গেল সেই বনে, যেই ঠাঁই কামনা-কামিনী
আছে চক্ষু মেলি';
পাক-চক্র খেলি',
আইল আমায় দেখি' ধূর্ত্ত সে নাগিনী॥ ৫৩॥

বিষ-শ্বাসে এমনি হয়েছে বায়ু,
নাশায় পশিলে-মাত্র—দেহে যত শিরা যত স্নায়ু
করে অবসন্ন;
হয় অকর্ম্মণ্য
সে জন, সে দিক্ দিয়া চলে যে অল্পায়ু॥ ৫৪॥

নাসায় পশিল যেই সে গরল,
ঢুলু ঢুলু হইয়া-আইল মোর নয়ন-যুগল।
ভুজঙ্গ-রমণী,
আমায় অমনি,
মায়া-নাগ-পাশে বাঁধি', করিল ছাগল॥ ৫৫॥

অচেতন ছিলাম, জাগিয়া-উঠি'
দেখিলাম—হইয়াছি ছাগল ! অমনি ছুটা-ছুটি
করি' মহা-বেগে,
ক্ষুধার আবেগে
বেড়াইতে লাগিলাম ফুল-পত্র লুটি' ॥ ৫৬ ॥

পশু-দেহ এখন করিনু ত্যাগ
পবিত্র পরশে তব ! কোথায় মনুষ্য—কোথা ছাগ—
ধন্য রে অনঙ্গ !"
বলিল সুসঙ্গ
"পশুত্ব ঘুচায় শুধু ব্রহ্মে-অনুরাগ ॥ ৫৭ ॥

মোহান্ধের দেন তিনি জ্ঞান-চোক,
তাঁহারে নিরখে তবে ; অন্ধকারে তিনিই আলোক !
দুর্ব্বলের বল
তিনিই কেবল,
প্রেম তাঁর ত্বরায় তরায় দুখ শোক ॥" ৫৮ ॥

তিন যাত্রী তখন ত্বরিত-পদে
শ্রেয়ঃ-পথে চলিল কতক-দূর, দিব্য নিরাপদে।
মরীচী-রাক্ষসী
ধরি' এক অসি,
বীর-বেশে দেখা-দিল মাতি' বীর-মদে ॥ ৫৯ ॥

কুটিল ভ্রু-ভঙ্গে বলিল "কে লজ্ঘে
এ মোর কৃপাণ ঘোর! যে-জন কবচ পরে অঙ্গে,
ভীরু সে মানুষ
ঘোর কাপুরুষ!
লজ্জা হয় আমার যুঝিতে তা'র সঙ্গে॥" ৬০॥

এত শুনি' কবিবর রোষ-ভরে
কবচ খুলিতে যায়; সুসঙ্গ অমনি মানা করে;
বলিল "কি কর'
কি কর'! সম্বর'
রোষাগ্নি! বর্ম্ম যে খুলে ব্যাঘ্র তা'রে ধরে॥" ৬১॥

বলিতে-বলিতে এক বিপর্য্যয়
শার্দ্দূল লক্ষিয়া-ধরি' কবিবরে, অধীরে গর্জ্জয়;
নারিল হিংস্রক
দাঁত কিংবা নখ
বসাইতে, কবচ সে এমনি দুর্জ্জয়॥ ৬২॥

পরশু যেমন ছোঁয়াইল কবি,
পরাণ ত্যজিয়া ব্যাঘ্র চকিতে মনুষ্য-দেহ লভি'
দাঁড়াইল তথি
বীর-মহারথী,
তেজোময় মুরতি, প্রচণ্ড যেন রবি॥ ৬৩॥

বলিল সে "আমায় লইলে তুলি'
শ্রেয়ঃ-পথে—কে তুমি—কোন্ দেবতা ! দেও পদ-ধূলি !"
কবি বলে "ছি ছি
কেন মিছামিছি
আমায় দিতেছ লাজ আপনারে ভুলি' ॥ ৬৪ ॥

বীর তুমি, কোথায় অভয় দিবে——
না কোথায় মস্তক করিছ নত আমা-হেন জীবে !
যিনি বিশ্ব-পতি
অগতির গতি
ধন্য ধন্য বল' সেই চরাচর-শিবে ॥" ৬৫ ॥

বীর বলে "যমেরে যুঝিতে পারি,
কিন্তু ওই দেখিতেছ যাঁরে হোতা—ও'র কাছে হারি !
যুদ্ধ মাগে আগে,
পরে পাছু ভাগে
কেবলি, গরল-মাখা বাক্য-বাণ মারি' ॥ ৬৬ ॥

কথা ও'র শুনিয়া, মুখের ভঙ্গী
হেরিয়া, এমনি ক্রোধ উপজিল—শ্রেয়ঃপথ লঙ্ঘি'
উহার পশ্চাতে
তলবার-হাতে
ধাইলাম, ফেরু-পাল হ'ল মোর সঙ্গী ॥ ৬৭ ॥

ঘোর এক অরণ্যে পশিনু যেই,
উগ্রচণ্ডা নারী এক আসিয়া বলিল শুধু এই
'দ্বিগুণ দ্বিগুণ
জ্বলুক্ আগুণ !'
জ্ঞান হারাইনু আমি সেই মুহূর্ত্তেই ॥ ৬৮ ॥

চেতন লভিয়া দেখি, হস্ত-পদে
চারিটা প্রকাণ্ড থাবা ! আপনার গর্জ্জন-শবদে
উঠিনু চমকি' !
অধিক ক'ব কি—
শত্রুও না পড়ে যেন তেমন বিপদে ॥" ৬৯ ॥

এইরূপ কথায়-বার্ত্তায় সবে
কিছুকাল চলিল শ্রেয়ের পথে বিনা-উপদ্রবে।
মরীচী রাক্ষসী
সাজিয়া রূপসী,
সাজাইয়া পসরা বলিল মিষ্ট রবে ॥ ৭০ ॥

"কেগো যাত্রী তোমরা ! কোথাকে যাও !
একটু জিরাও বসি', মো'র ঠাঁই মিষ্ট কিছু খাও !
সুরাসুর-প্রিয়
সুরা এই পিও,
স্বাদু মাংস, মিঠা ফল, খাও যত চাও ॥" ৭১ ॥

এত বলি' কত মত ভক্ষ্য-পেয়
দেখাইল কবিবরে ; তপস্বী যে যোগিকুল-ধ্যেয়,
তাঁহারো রসন
না মানে শাসন,
দেখে যদি সে সকল দ্রব্য উপাদেয় ॥ ৭২ ॥

আসি' এক কুক্কুর চরণ লিহে
যাত্রিজন-সবার, লাঙ্গুল নাড়ি' লালায়িত জিহে।
নানা বিধ ভক্ষ্য
করি' করি' লক্ষ,
কবির মুখের পানে তাকায় সস্পৃহে ॥ ৭৩ ॥

পরশুর পরশে ত্যজিল কায় ;
বাহির হইল এক নর-মূর্ত্তি, গতায়ুষ-প্রায়।
লভিয়া মুকতি,
স্মরিয়া দুর্গতি,
চমকিত কবির পড়িল গিয়া পায় ॥ ৭৪ ॥

বলিল সে "একেবারে পথ ভুলি'
পিশাচীর কুক্কুর হইয়াছিনু ! শৈলে যদি তুলি',
সঙ্গে লয়ে যাও ;
পিতা অপেক্ষাও
পূজ্য তুমি আমার, বিতর' পদ-ধূলি ॥" ৭৫ ॥

সঙ্গে লয়ে তা'রে তবে কবিবর,
শ্রেয়ঃপথে চলিল সংযত-মনে, হৃষ্ট-কলেবর।
মরীচী-রাক্ষসী
ধরিয়া তামসী
দেবী-মূর্ত্তি, কবিরে বলিল "মাগ' বর ॥ ৭৬ ॥

এই সব অপসরা, সুমধ্যমা,
সুভ্রূ, সুলোচনা, চারু-হাসিনী, ত্রিলোক-মনোরমা,
রমণী-রতন!
মনের মতন
দেখিয়া বাছিয়া-লও, সবে অনুপমা ॥ ৭৭ ॥

এই দেখ আসিয়াছে দিব্য-রথ,
নয়নের একটি ইঙ্গিতে চলে যোজনেক পথ।
যেথায় বলিবে
লইয়া চলিবে;
তোমায়; তরিবে সিন্ধু, ডিঙা'বে পর্ব্বত ॥" ৭৮ ॥

অমনি প্রকাণ্ড এক অজাগর
বক্র-গতি নিঃশব্দে আইল তথি; লাঙ্গূল উদর
দূরে রয় পড়ি'—
ক্রমে নড়ি' চড়ি'
অঙ্গ-ভঙ্গ করিয়া হ'তেছে অগ্রসর ॥ ৭৯ ॥

এগোইয়া—ঈষৎ হইয়া আড়,
লক্ষিয়া ধরিল আসি' কবিবরে উঁচা করি' ঘাড়।
প্রহারে প্রহারে
বধিল তাহারে
কবিবর, ক্রমে ক্রমে করিয়া অসাড় ॥ ৮০ ॥

রাজ-পুত্র অমনি হ'ল বাহির!
বলিল "কি ঘোর অন্ধকার হ'তে তুলিলাম শির!
মৃত্যু-মুখে ছিল—
যা'-হ'তে বাঁচিল,
বিকাইব তা'র পদে, এ মোর শরীর॥" ৮১ ॥

কবি বলে 'অখিলের যিনি নাথ,
তিনি ভিন্ন, বিপদ-পাথারে তারে, অন্য কা'র হাত!
তাঁরে বল ধন্য!
তিনি বিনা অন্য
কে করে দীন-জনের রজনী-প্রভাত॥" ৮২ ॥

বলিল রাজ-নন্দন "ও রাক্ষসী
এমনি জানে কুহক—হাতে মোর আনি'-দিল শশী
বর-দান-চ্ছলে!
বচন-কৌশলে
তুলিল আমায় স্বর্গে ও-সব রূপসী॥ ৮৩ ॥

রথে যেই উঠিনু, সকলে মিলি'
চক্ষু মোর ফুটাইয়া হাসিতে-লাগিল খিলিখিলি।
বনের মাঝারে,
ঘোর অন্ধকারে,
বলে মোরে 'এই ঠাঁই থাক' নিরিবিলি ॥' ৮৪ ॥

এত বলি' সবে তা'রা পলাইল!
ধূমাবতী-মূরতি অমনি এক দেবতা আইল।
বলিল 'রে মর্ত্ত্য
ওই তোর গর্ত্ত!'
বলি' এক অন্ধকূপে মোরে তাড়াইল ॥ ৮৫ ॥

অন্ধকার সকলি তাহার পর!
নাহি জানি মাথার উপর-দিয়া কত দিবাকর
অস্তে গেছে চলি'!
আজিকে কেবলি
জাগিলাম হইয়া প্রকাণ্ড অজগর ॥" ৮৬ ॥

এইরূপ কথোপকথন করি'
শ্রেয়ঃপথ-যাত্রী-সবে চলিল দণ্ডেক-দুই ধরি'।
রাক্ষস-রমণী
মরীচী অমনি
মায়া-গুণে বিরচিল বিচিত্র নগরী ॥ ৮৭ ॥

অশ্বারোহী আসিয়া সহস্রাধিক
সম্মুখ হইতে সরাইছে ভিড়, শাসাইয়া দিক্
শাণিত কৃপাণে ;
আজ্ঞাকারি-ভাণে
সারি সারি দোধারি দাঁড়ায় পদাতিক ॥ ৮৮ ॥

বাজি'-উঠে শঙ্খ-ঘণ্টা ভেরী-তুরী,
বাহিরিয়া এ'ল সব বরাঙ্গনা উজলিয়া পুরী।
উঠিল অমনি
উলু উলু ধ্বনি,
পড়িতে লাগিল আর পুষ্প ভূরি ভূরি ॥ ৮৯ ॥

মরীচিকা সাজিয়া প্রধানা-রাণী,
হস্তে করি' মুকুট, কবিরে বলে প্রলোভন বাণী ;
"তোমার বিরহে
প্রজাগণ দহে !
ত্যজিলে তা'-সবে তুমি কি দোষে না জানি ॥ ৯০ ॥

ত্যজিয়াছ আমায়—অদৃষ্ট মোর !
তাহে দুঃখ করিয়া কি করিব ! প্রজার দুঃখ ঘোর
শুনি' দিবারাত্র
দহে মোর গাত্র !
প্রতি দিন রাজ-দ্বারে কাঁদে ক্রোর-ক্রোর ॥ ৯১ ॥

দুখ-নিশি তা'দের কর'-সে ভোর,
মুকুট পর' মাথায়! একটি বচন রাখ' মোর!
নহিলে তোমার
চরণে এবার
ত্যজি' প্রাণ, এড়াইব যন্ত্রণা কঠোর॥" ৯২॥

"পালা পালা! গেল গেল! ম'ল ম'ল!"
রব তুলি' চারি দিকে, প্রকাণ্ড মহিষ এসে প'ল!
কবিবরে যেই
আক্রমিল, সেই
পরশুর পরশেই ছিন্ন-শিরা হ'ল! ৯৩॥

মহিষ হইল যেই গত-শির,
দোরদণ্ড-প্রতাপ মহীশ এক হইল বাহির!
বলে লোক-প্রভু
"কারো কাছে কভু
তিল মাত্র নোয় নাই যাহার শরীর, ৯৪

সেই আমি তোমার চরণে নত
হইনু—যে হও তুমি!" কবি বলে হইয়া বিব্রত
"তুমি জন-স্বামী
তৃণ-তুল্য আমি,
মোরে নোয়াইলে শির, এ কি অসঙ্গত!" ৯৫॥

নৃপ বলে, "রাজ-ঐশ্বরিজ-ভোগ
ছাড়িনু আজি-অবধি! অরণ্যে সাধিব আমি যোগ!
বিপদ্ যে গুরু
সেই মোর গুরু,
সম্পদ অপরিমেয়, সেই মোর রোগ ॥ ৯৬ ॥

দিগ্বিজয় করিতে বাহিরিলাম,
দন্ধিলাম কত দেশ-বিদেশ, কত নগর-গ্রাম!
অই নারী শেষে,
রাজরাণী-বেশে,
দর্শন মাগিল মোর, ভাঁড়াইয়া নাম ॥ ৯৭ ॥

দূত-মুখে বলিল 'যদিও আমি
রাজরাজেশ্বরী, কিন্তু যুদ্ধে প্রাণ হারাইল স্বামী।
এ মোর যৌবন
চারু পুষ্পবন
হ'তেছে প্রখর-তাপে ধরাতল-গামী ॥ ৯৮ ॥

শুনিয়া তোমার দিগ্বিজয়ী নাম—
আমা-সনে আমার ঐশ্বর্য্য যত, যত পুর-গ্রাম,
যত রত্ন-রাজি,
যত গজ-বাজি,
সঁপিবারে এস্যেছি, পুরাও মনস্কাম ॥ ৯৯ ॥

সসাগরা ধরার হইয়া স্বামী,
আশ মিটিল না মোর—ডাকিনীর হৈনু অনুগামী।
লয়্যে বন-মধ্যে,
পাত্র পূরি' মদ্যে,
হস্তে দিল আমার; পি'লাম তাহা আমি ॥ ১০০

পাত্র যেই মুখে দিনু মদ-ভরা,
সরা-সম নিরখিতে-লাগিলাম সসাগরা ধরা।
ক্রমে ক্রমে বিশ্ব
হইল অদৃশ্য;
পঙ্কে রহিলাম পড়ি' হয়্যে আধ-মরা ॥ ১০১ ॥

রাত্রি-শেষে লভিনু যবে চৈতন্য,
চমকিয়া দেখিলাম, চতুষ্পদ হইয়াছি বন্য!
পাইলাম শিক্ষা!
এবে চাই ভিক্ষা—
অনুযাত্রী-দল-মাঝে কর' মোরে গণ্য ॥" ১০২ ॥

এইরূপ লাঘব স্বীকার করি'
চলিলেন ক্ষিতিপতি, এক-ছত্র-মহিমা পাসরি'।
বিনা উপদ্রবে
কিছুকাল সবে
শ্রেয়ঃপথে চলিল, আলস্য পরিহরি' ॥ ১০৩ ॥

মরীচিকা সাজিয়া কুবুজা-বুড়ি,
বলিল "হায় রে বিধি! তুড়ি-দিলে যায় যা'রা উড়ি',
সেই সব লোক
কাঁপায় ত্রিলোক!
গুণী-লোক মনাগুনে মরে জ্বলি'-পুড়ি' ॥ ১০৪ ॥

যোগ্য লোক তোমরা এমন-ধারা,
হায় রে! তোমরা-সবে পথে-পথে হইতেছ সারা!
গরুবে-সবার
জাঁতে ঘা দিবার
মন্ত্র এক শেখ'-সে, শেখ'-সে বাণ মারা॥" ১০৫ ॥

হেন কালে ফোঁস্ করি' কেউটিয়া
ঝোপের ভিতর হ'তে দ্রুত-বেগে আইল ছুটিয়া
তড়িতের প্রায়!
পরশুর ঘায়
পড়িল অমনি দুষ্ট, ফণা উলটিয়া॥ ১০৬ ॥

ঝটিতি হইল খাড়া এক-জন
দলপতি, মান্যের সোপান যা'র অন্যের পতন।
লজ্জা-নত শিরে
নমিয়া কবিরে
বলে "সাধু-সঙ্গ-দানে তরাও এ বন॥ ১০৭ ॥

পথ-হারাইয়া আমি, বিঘ্ন-বনে
বিচরিতেছিলাম, সহসা ওই ডাকিনীর সনে
দেখা হ'ল মোর,
কি যে এক ঘোর
মন্ত্র ফুসলিয়া-দিল আমার শ্রবণে—১০৮ ॥

চকিতে হইনু আমি কাল-সাপ!"
এত শুনি' বলিলেন সুসঙ্গ "মাৎসর্য্য মহাপাপ!
আত্ম-পর উভে
সম শুভাশুভে;
পরের মঙ্গলে তবে কেন পাও তাপ! ১০৯ ॥

মগ্ন যেই পরের অশুভ-ধ্যানে,
মিঠা-বাক্যে হো'ক্ না সে কামধেনু, বৃহস্পতি জ্ঞানে,—
ধরুক্ না, সাপ,
পাঁচ-রঙা ছাপ—
চরাচর তবু তারে শত্রু বলি' জানে॥" ১১০ ॥

কবি কহে "কেবল উঁহার নয়, সব পৃথিবীর
অই দশা নিরখিয়া মন মোর হয়েছে অধীর——
কিছুতে না হয় তৃপ্ত! কি আছে এ ছার ভব-ধামে?
আছে বটে প্রেম-রত্ন! কিন্তু কোথা! প্রেম শুধু নামে!১১১॥

চাবি-বন্ধ হৃদয় সকলি প্রায়, দৃঢ়-মুষ্টি কর !
পদ-প্রসারিতে-মানা চারিদিকে-গণ্ডি-আঁকা ঘর !
এ করিছে গর্জ্জন, ও কাঁপে থর-থর, এর মুখ
ভ্রূ-কুটিতে ভয়ঙ্কর, শোক-দুঃখে ওর ফাটে বুক ! ১১২ ॥

এ'র অভিমান উঠে সকল-হইতে উচ্চে চড়ি',
সাধ-যায় চরাচর পদতলে যা'ক্ গড়াগড়ি !
ও দাঁড়ায় কর-যোড়ে অত্যাচার-ভারে অবনত,
যত ভার চাপাও ততই সহে বলদের মত ॥ ১১৩ ॥

কিন্তু কোথা হেন মন, কিছু যা'তে নাহি ফের-ফার ?
কোথায় সে মন, যা'র আছে বোধ—হৃদয় সবার
এক ছাঁচে ঢালা, কেহ নহে পর, এক বাসস্থান
সকল জগ-জনের, ক্ষুধা-তৃষ্ণা সবার সমান ॥" ১১৪ ॥

সুসঙ্গ বলিল "ধন্য ! সুখী তুমি দুঃখের এ ধামে !
চিরজীবী হয়ে থাক', ধরণী পুরুক্ তব নামে !
চূড়া হও দেশের, কুলের হও জ্বলন্ত মাণিক,
ধর্ম্ম-অর্থ-মহত্ত্বের আলোকে উজল' দশ দিক্ ! ১১৫ ॥

শান্তি-দেবী শিয়রে থাকুন জাগি', আশীর্ব্বাদময়
নয়ন-পঙ্কজ মেলি,' নিদ্রা যাও তুমি যে-সময় !
সুমঙ্গল শান্তি আর হউক্ তোমার পার্শ্ব-চরী
শয্যা-হ'তে বাহিরও যেই-কালে নিদ্রা পরিহরি' ১১৬

——প্রেম-তৈলে হৃদয় পুরেন যবে হৃদয়-অধিপ,
তত্ত্ব-আলো জ্বালিবারে ভাল যাহা, শয্যার প্রদীপ
নিভ'-নিভ' হয় যবে ; যবে আর আসি' ধীরে ধীরে
মৃদু হাসে অরুণ, ইঙ্গিত করি' ক্ষীণাঙ্গী-নিশিরে ১১৭

'এই বেলা পড়' সরি' ; পরে বলে 'করো্য না আড়াল,
ঝাট-দিয়া ফেলি তারা-কুসুমের এ সব জঞ্জাল,
আসিছেন প্রভু মোর ত্রিলোক-বাঞ্ছিত-দরশন !'
নিশি-দিন করুক্ তোমার হৃদে শান্তি-বরিষণ ! ১১৮ ॥

কবি তুমি ——কিসের দুঃখ তোমার, ব্যথা পে'লে প্রাণে
ফুটিয়া কহিতে পার' বেদনা, জগত-জন-কানে !
যাহা শুনি' অশান্ত নিতান্ত যে বালক ——খেলা ত্যজি'
সে-ও বসে শান্ত হয়ে্য ! সে-ও তা'র ভাব-রসে মজি' ১১৯

আপন কাজল-আঁখি করয়ে সজল ! যেইরূপ
নীল-সরসিজ-দলে হিম-বিন্দু ঝরে টুপ্ টুপ্,
যখন যামিনী-মাতা মনে পেয়ে যাতনা দুঃসহ
বিদায়-চুম্বন দেয় তাহারে সজল-আঁখি সহ ॥ ১২০ ॥

হ'লে সুখী, প্রভাত ডাকিয়া-আন' আঁধার নিশীথে !
কোকিলে ডাকাও আর কুহু-কুহু কণ-কণি শীতে !
প্রকৃতিরে এমনি করেছ বশ, হৃদয়ের ধন
ঢালি'-দিয়া, হেলায় করিতে পার' অসাধ্য-সাধন ! ১২১ ॥

সাজাইয়া-আনিয়া নব বসন্ত—মাধুরীতে ভোর,
দাঁড়-করাইতে পার' অকাতরে দুরন্ত কঠোর
শন-শন-স্বন-কারী শিশিরের মুখের সম্মুখে!
অরণ্যের পাখী তুমি, বিলাপের ধ্বনি কেন মুখে! ॥১২২॥

চিরকাল তুমি অরণ্যের পাখী, থাকিবেও তথা
চিরকাল! বলিতেছি আমি সেই অরণ্যের কথা,
যে অরণ্য বাতাসের সনে মুখামুখি কথা কয়——
ডরে না ঝড়ে-ঝাপটে, দিগন্ত-প্রাচীরে বদ্ধ নয়, ১২৩

আপনে আপনি রহে বিস্তারিয়া সদানন্দ-শাখা!
কবি কহে "এতক্ষণ জড়-সড় ছিল মোর পাখা,
স্নেহ-রূপ অমৃতের ছিটায় জড়তা হ'ল দূর!
চরণ এখন দেও তৃপ্তি-রস দিয়াছ প্রচুর!" ॥ ১২৪ ॥

এত বলি' সুসঙ্গের পদ-দ্বয়
ভাসাইল অশ্রু-জলে; পাদ-পদ্ম তৃষিত-হৃদয়,
ভক্তি-রসে গলি'
পড়িল উথলি',——
ছাড়িতে চাহেনা আর তেমন আশ্রয় ॥ ১২৫ ॥

অন্য-সবে করিয়া অভয় দান,
স্ব স্ব গৃহে বিদায় করিল সাধু করুণা-নিধান।

লয়ে কবিবরে
যত্ন সমাদরে
সানু দেশ আরোহিয়া কহিল সন্ধান ॥ ১২৬ ॥

"শুনহ সন্ধান, করি' প্রণিধান!
বামে স্পরধিছে ভিত, ডানি-দিকে পাতাল-বাদান।
মধ্য-দিয়া পথ,
বাহিয়া পর্ব্বত,
পেঁচাইয়া চলিয়াছে ফণীর-সমান ॥ ১২৭ ॥

দ্বন্দ্ব-নামে বিখ্যাত উভয় পাশ,
বামে কাল-দণ্ড উঁচা, ডাহিনে ভীষণ-কাল-গ্রাস।
নিরখিলে মাত্র
শিহরায় গাত্র,
কিঞ্চিৎ অনবধানে ঘটে সর্ব্বনাশ! ॥ ১২৮ ॥

মধ্য ঠাঁই সরু-পথ, নাম সাম্য;
উন্নতি, সোপান গঠিয়াছে তায়, সাধুজন-কাম্য!
উচ্চে যদি ওঠো,
পৃথ্বী হ'বে ছোটো,
স্বর্গীয় মানিছ যা'রে হ'বে তাহা গ্রাম্য ॥ ১২৯ ॥

হেম-দণ্ড এই যে দীপতিমান,
ধরম ইহার নাম, ধর' ইহা, ইহার সমান

নাহিক আশ্রয় ;
দ্বন্দ্ব করি' জয়
আরোহ' আমার-সনে পর্ব্বত মহান্॥" ১৩০ ॥

অতঃপর একের পশ্চাতে অন্য
চলিল পর্ব্বত-পথে দূর-হৈতে নাহি হয় গণ্য।
উচ্চে যত উঠে,
ভ্রম তত ছুটে,
শিখর লভিল যেই লভিল চৈতন্য॥ ১৩১ ॥

খুলি'-গেল দিগন্ত সকল-দিকে ;
পর্ব্বত-পাথার-ব্যোম দেখা-দিল একই নিমিখে!
কবি কুতূহলী,
অচল পুত্তলি,
বলিল "কি স্বর্গ-ভোগ আঁখির আজিকে!॥ ১৩২ ॥

সুদূর নগর-গ্রামে বাজে দ্বিপ্রহর।
শ্রম-শান্তি-সুধা-পানে মজে চরাচর॥
নিশির উদার-স্নেহে ঢালি'-দিয়া বুক
ভুঞ্জিতেছে বসুমতী বিশ্রামের সুখ॥ ১৩৩ ॥

শূন্যে করে চন্দ্র-তারা জ্যোতির সঞ্চার।
গাছ-পালা ঝোপে-ঝাপে লুকায় আঁধার॥
কে কোথায় আছে পড়ি' কোন চিহ্ন নাই।
নিদ্রায় মগন সবে নিজ নিজ ঠাঁই॥ ১৩৪ ॥

কীট-পতঙ্গের মধ্যে খদ্যোত কেবল।
পঞ্চ-ভূত-মধ্যে বায়ু শিশির-শীতল ॥
জীবের শরীরে আর নিশ্বাস-পতন।
এ-কয়ে যা'-কিছু আছে জীবের লক্ষণ ॥ ১৩৫ ॥

পৃথ্বী ছাড়ি', আইলাম এ কোথায়!
সাগর কাঁপিছে দূরে, জ্যোৎস্নায় দিব্য দেখা-যায়!
কি সুন্দর বায়——
সন্তাপ নিভায়—
আঃ! মুক্তি যেন হেতা মূর্ত্তিমতী ভায় ॥" ১৩৬ ॥

হেন-কালে আইল আরেক দল
শান্তি-নিকেতন-যাত্রী; লভিয়া অজেয় ধর্ম্ম-বল
আনন্দ-ভূপতি
হরষিত মতি
আরোহিল ধীরে-ধীরে পুণ্য তপোচল ॥ ১৩৭ ॥

বীর আর কল্যাণ আইল সঙ্গে;
এ-দোঁহার সহায়ে আনন্দ-রাজ বিঘ্ন-বন লঙ্ঘে।
প্রমদা, কল্পনা,
শোভা, তিন জনা
সঙ্গিনী, সমস্ত পথে কাঁপিল আতঙ্কে ॥ ১৩৮ ॥

সুসঙ্গে আনন্দে বহু-কাল সখ্য ;
দূর-হৈতে দুই-জন দোঁহারে করিল যেই লক্ষ,
আনন্দের দ্বার
খুলি'-গেল আর !
এক ঠাঁই হইল দোঁহার দুই বক্ষ ! ১৩৯ ॥

হর্ষ-ভরে আনন্দ-ভূপতি কয়
"কত-দিন এ সুদিন জাগি' জাগি' হইয়াছে লয়
মনের ভিতর !
তপ্তের উপর
আজি এ শীতল ধারা অতি মধুময় ॥" ১৪০ ॥

বরষিল দোঁহার প্রেমাশ্রু-ধারা !
এ-দোঁহে যেমন সখ্য, দেখিয়াছে কে এমন ধারা !
বলিল সুসঙ্গ
"জুড়াইল অঙ্গ,
নেত্রে আজি উদিল সুখের শুক-তারা ॥ ১৪১ ॥

প্রেম-ডোরে তোমার এমনি বাঁধা
এ হেন হৃদয় মোর ; নয়ন থাকিতে হই আঁধা
অদর্শনে তব,
বিচিত্র এ ভব
প্রহেলিকা মনে হয় চিত্তে লাগে ধাঁধা ॥ ১৪২ ॥

বহু-দিন সৌরভের দেখা নাই যেই পুষ্প-সনে,
শুষ্ক-কণ্ঠ মধু-হীন যেই-পুষ্প কাঁদে নিরজনে,
তাঁরো হয় শুষ্ক-মুখ আনন্দের হাসিতে সরস,
মলয়-সমীরণের পায় যবে কোমল পরশ ॥ ১৪৩ ॥

আজি মোর তেমনি সৌভাগ্য জেনো!
সঙ্গে নারী-সবে এঁরা, রূপে-গুণে দেবকন্যা যেন,
এত পরিশ্রমে
বিঘ্ন-অতিক্রমে
এ'লেন, বসুন্ সবে, দাঁড়াইয়া কেন?" ১৪৪ ॥

আনন্দের চরণ-যুগে নমিল কবিবর,
বলিলেন আনন্দ-ভূপ "এত দিনের পর,
কলপনা তোমার হ'বে চির-দিনের তরে,
যা'র লাগি' ফিরিলে তুমি দেশ-দেশান্তরে ॥ ১৪৫ ॥

সবে মিলি', বসিল তবে, ঘেরিয়া সাধু-বরে;
আনন্দেরে বলিল সাধু "এ হেন গিরি-পরে
আরোহিলে কি মনে করি', বল' তাহা আমায়।
এই সকল ভীরু নারী, চকিত-মৃগী-প্রায়, ১৪৬

এত পথ আসিয়াছেন! কোমল অবলার
নিরখিয়া ধরম-নিষ্ঠা মনে লয় আমার,
শূর-বীর পুরুষ-সব জগতে যত আছে
উপদেশ পাইতে-পারে নারী-জনের কাছে ॥" ১৪৭ ॥

বলিলেন আনন্দ-ভূপ হেন বচন শুনি'
"সংসার-ব্রতে ব্রতী হ'বে এ-সকল তরুণী,
তাহার আগে পাওয়া-চাই ধরম-উপদেশ,
তেঁই হেতায় আগমন সহিয়া এত ক্লেশ ॥ ১৪৮ ॥

বীরের হস্তে সঁপি'-দিয়া বিলাসের শাসন
প্রমোদেরে ছাড়িয়া-দিনু রাজ-সিংহাসন।
এই ঠাঁই আসিব বলি' হইলাম উদ্যোগী ;
রটিল দেশ-দেশান্তরে, হয়েছি আমি যোগী ॥ ১৪৯ ॥

হেন-কালে করুণা মোরে দিলেন দরশন,
বলিলেন 'করিবে যদি অচল আরোহণ,
এই প্রমদা-যুবতীরে লইয়া-যাও সঙ্গে ;
বীরের যেন বাহু-বলে বিঘ্ন-বন লঙ্ঘে ॥ ১৫০ ॥

ঋতুরাজ ইহার পিতা, তাহার প্রতিনিধি
হইয়া তুমি বীর-সঙ্গে ইহার যথাবিধি
বিয়া দিবে ; তোমার কন্যা শোভা ও কল্পনা
দোঁহে লও আপন সঙ্গে, বিলম্ব কর্য়ো না ॥ ১৫১ ॥

পতিত্বে বরিয়াছে দোঁহে মনে-মনে, যখন,
কল্যাণ আর কবিবরে, ভাল নয় তখন
বিবাহ-দানে কাল-ব্যয় ; তপোগিরি-শিখরে
আরোহিবে আজিকে কবি রজনীর ভিতরে ॥ ১৫২ ॥

শম-দমের তপোবনে কল্যাণ পড়ে-শোনে,
সে-ও আজি হউক্ সুখী অচল-আরোহণে।
পথ দেখায়্যে তোমা-সবে লয়্যে-যা'বে সে জন,
শ্রেয়ঃপথে চলিতে হ'লে তাহারে প্রয়োজন॥ ১৫৩॥

শোভা হউক্ কল্যাণের, কলপনা কবির,
প্রমদা-রমণী-রতনে ভূষিত হো'ক্ বীর।
সুসঙ্গ সবারে দিবেন জ্ঞানের উপদেশ,
এই আজি আমার প্রতি হ'ল প্রত্যাদেশ॥" ১৫৪॥

সুসঙ্গ বলিল তবে যাত্রি-সবে
"এই ঠাঁই মনেরে সংযত কর', সিদ্ধি-লাভ হ'বে।
হয়্যে উপবিষ্ট
হও উপদিষ্ট,
সেই ধন পা'বে যা'র তুল্য নাই ভবে॥" ১৫৫॥

কবি কহে "দেব-স্পৃহণীয় শান্তি
কেমনে পাইব বল' কৃপা-করি', ঘুচাইয়া ভ্রান্তি;
'শান্তি শান্তি' করি
দিবা-বিভাবরী,
গুরু-উপদেশ বিনা সার হয় শ্রান্তি"॥ ১৫৬॥

সাধু বলে "সুমতি যেমন মনে
তেমতি না কর' কাজ, ফল-লাভ হইবে কেমনে?
অচেত অধম,
বিলপে মধ্যম,
সেই সে উত্তম যেই আচরে যতনে ॥ ১৫৭ ॥

কর্ত্তব্য কি মনুষ্যের—শুন' সবে,
গৃহীজন ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞান-পরায়ণ হ'বে।
ধর্ম্মে হ'বে রত
অধর্ম্মে বিরত,
ব্রহ্মে সব সঁপিবে, করিবে যাহা যবে। ১৫৮ ॥

পরব্রহ্ম-ভেলায় করিয়া ভর
অনায়াসে তর' সবে, ভয়াবহ সংসার-সাগর।
তাঁরে প্রীতি কর',
তাঁরি ধ্যান ধর',
বিচর' তাঁহার পথে ধরম-দোসর।" ১৫৯ ॥

সুসঙ্গের উপদেশে করি' ভর
ধ্যান ধরি', চক্ষু-দুই মেলিল যেমন কবিবর,
দেখিল অমনি,
দ্যুলোক-রমণী
শান্তি, আলো-করি' আছে বিশ্ব-চরাচর ॥ ১৬০ ॥

চারিদিকে দেব-দেবী অগণন
পারিজাত-গন্ধে মনে জাগাইয়া নন্দন-কানন,
ছিটায়ে নির্ম্মল
মন্দাকিনী-জল,
পুলকিত করি'-তুলে সবার আনন ॥ ১৬১ ॥

"প্রণম' শান্তির পদে দুঃখ যা'বে"
বলিয়া সুসঙ্গ প্রণিপাত করে গদগদ-ভাবে।
প্রণমিল কবি
পুলকিত-চ্ছবি,
লভিল পরম-পদ পাদ-পদ্ম-লাভে ॥ ১৬২ ॥

অঙ্গে পেয়ে মন্দাকিনী-জল-সঙ্গ
অন্তরে অমর হ'ল কবিবর, ভয় হ'ল ভঙ্গ।
পাপ-তাপ-ক্লেশ
সব হ'ল শেষ,
মুখ-চক্ষু ধরি'-উঠে নব এক রঙ্গ ॥ ১৬৩ ॥

হৃদি-মাঝে পাইয়া চেতন-রবি,
ফুটিল নয়ন-পদ্ম! "দ্বিজ হৈনু" মনে ভাবে কবি।
ব্রহ্ম-তালু ভেদি'
ভব-পাশ ছেদি',
উঠে জ্ঞানানল-শিখা হিরণ্ময়-ছবি ॥ ১৬৪ ॥

এমনি তাহার জ্যোতি সুবিমল !
নয়নে না দেখা-যায়, দেখা-যায় চেতনে কেবল।
জড় অঙ্গ-চয়
হইল চিন্ময়,
ইন্ধন যেমন হয় অনলে-অনল ॥ ১৬৫ ॥

ধরাতল রসাতল নভস্তল,
আনন্দে আনন্দে হ'ল একাকার, বর্ণন বিফল।
জ্ঞানাঞ্জন মাখি
লভে দিব্য-আঁখি,
লভে ব্রহ্ম-সহবাসে কোটি পুণ্য-ফল ॥ ১৬৬ ॥

পুণ্য-লোক হইতে এলেন সত্য,
পদ পূজি' তাঁহার দেবতা-গণ করে আনুগত্য।
আইলেন ধর্ম্ম,
আইলেন শর্ম্ম,
দেব-লোকে দোঁহার যুগল আধিপত্য ॥ ১৬৭ ॥

আইলেন শ্রী হ্রী ধী করুণা ক্ষমা ;
আইলেন ভগবতী পরা বিদ্যা, দ্যুতি অনুপমা ;
শ্রদ্ধা নামে সতী,
সত্য যাঁর পতি,
আইলেন ; প্রীতি আর সুন্দরী পরমা ॥ ১৬৮ ॥

বলিল, আনন্দ-ভূপ, দিকপালে
"কন্যা-গণ আসুন্! করিব আমি পুণ্য এই কালে
করতব্য যাহা!
অই তাঁরা—আহা—
সুভূষা যেমন উষা পূরব-আড়ালে! ১৬৯ ॥

হও এ'স সংসার-ধরমে ব্রতী।
কবি, বীর, কল্যাণ, ডাহিন-দিকে দাঁড়াও সম্প্রতি।
প্রমদা-ললনা,
শোভা, কলপনা,
এ'স মোর পারবতী লক্ষ্মী সরস্বতী॥ ১৭০॥

সত্য-দেবে দাঁড়াও সম্মুখ-করি';
বল' 'প্রভু তুমি সাক্ষী, নাশ' বিঘ্ন প্রসাদ বিতরি'।'
স্মরি' সত্য-নাম
করহ প্রণাম,
বল' 'তব পদ-যুগ ভবার্ণবে তরী' ॥" ১৭১ ॥

অতঃপর ফিরাইয়া দুই পক্ষ
মুখা-মুখি দাঁড়-করাইল ভূপ যাহে যা'র লক্ষ।
শুভ সম্প্রদান
করি' সমাধান,
সু-মুহূর্ত্তে বাঁধি'-দিল জীবনের সখ্য ॥ ১৭২॥

দেবলোকে যেমন বিবাহ-বিধি
সেইরূপে কন্যাদান করিল আনন্দ গুণ-নিধি।

মিলি' সব দেবতা পর্ব্বত-শিরে,
আরম্ভিল পরম-ব্রহ্মের স্তব রজনী-গভীরে।
ভুবন ভরিয়া,
মোহিত করিয়া,
উঠে গীত, শুনে কবি লোমাঞ্চ-শরীরে ॥ ১৭৪ ॥

"জয় জয় পরব্রহ্ম,
অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি,
প্রেমের আকর-ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার ॥
নানা-রস-যুত ভব
গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়।
মহা কবি! আদি কবি!
ছন্দে উঠে শশি-রবি,
ছন্দে পুন' অস্তাচলে যায় ॥ ১৭৫ ॥

মহিমা কীর্ত্তন-করে—
　　সুখ-পূর্ণ চরাচর-সাথে ॥
কুসুমে তোমার কান্তি,
সলিলে তোমার শান্তি,
　　বজ্র-রবে রুদ্র তুমি ভীম।
তব ভাব গূঢ় অতি,
(কি জানিবে মূঢ়মতি !)
　　ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম ॥ ১৭৬ ॥

আনন্দে সবে আনন্দে
তোমার চরণ বন্দে,
　　কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র-তারা।
তোমারি এ রচনারি
ভাব লয়ে নর-নারী
　　হা হা করে, নেত্রে বহে ধারা ॥
মিলি' সুর-নর-ঋভু
প্রণমি' তোমায় বিভু,
　　তুমি সর্ব্ব-মঙ্গল-আলয়।